Vigyan Prasar Radio Serial
Theme : Sustainable Development
Script No. : 30
Topic : Protecting Mountain Ecosystem & Promoting Eco-tourism
By
Shirshendu Nandy

নাটিকার নামঃ এতো আনন্দ আয়োজন।

নাটিকার চরিত্ররাঃ

শান্ত (শান্তনু)	:	যুবক, কলেজে 3rd Year-এ পড়ে।
অরণ্য	:	শান্তর বন্ধু, সমবয়সী।
চান্দ্রেয়ী	:	শান্তর বান্ধবী, সমবয়সী।
অনন্যা	:	শান্তর বান্ধবী, সমবয়সী।
শান্তর মা	:	মধ্যবয়স্কা গৃহিণী।
অরণ্যর বাবা	:	মধ্যবয়স্ক, প্রকৃতিপ্রেমী।
অরণ্যর মা	:	মধ্যবয়স্কা, গৃহিণী।
কিষাণজি	:	গাড়ির ড্রাইভার।
মিংমা	:	হোম স্টে'র মালিক।

নাটিকার সময়কাল	:	২০১৭
নাটিকার স্থান	:	শান্তদের বাড়ি, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি রাস্তা, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি একটি গ্রাম, সিলেরি গাঁও।

পর্ব - ১

(শান্তর বাড়িতে কম্পিউটারে পাহাড়ি নদীর হুড়মুড়িয়ে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। প্রচন্ড গতিতে হড়পা বান নেমে আসার শব্দ, গাছপালা ভেঙ্গে পড়ার শব্দ, লোকজনের আর্ত চীৎকার, পালানোর চেষ্টার আওয়াজ, বৃষ্টির আওয়াজ।)

একটি যুবকের গলা- শান্ত, ... এই শান্ত............ শান্ত।

(পূর্বে উল্লিখিত আওয়াজ হয়েই চলেছে)

শান্তর মা : উফ্! বাপ্ রে ! হ্যাঁ রে, ভল্যুমটা একটু কমাতে পারছিস

		না ? কানমাথা সব ঝালাপালা করে দিল। বাইরে তো কে ডাকছে মনে হচ্ছে।
যুবকের গলা	:	শান্তু, বাড়িতে আছিস ?
		(শান্তু টিভির কম্প্যুটারের বক্সের আওয়াজটা কমায়।)
		কাকিমা, শান্তু আছে বাড়িতে ?
শান্তুর মা	:	কে ? অরণ্য ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। শান্তু আছে।
		আয়, দাঁড়া যাচ্ছে (উচ্চস্বরে)। এই শান্তু অরণ্য এসেছে, যা ওঠ্। দরজাটা খোল্।
শান্তু	:	যাচ্ছি। বাব্বা, এই বৃষ্টির মধ্যে অরণ্য ?
		(দরজা খোলার শব্দ)। আয়, ভিজে গেছিস তো পুরো।
অরণ্য	:	আর বলিস না। মাঝপথে বৃষ্টিটা ঝেঁপে এলো।
শান্তু	:	আয় আয় ভিতরে আয়।
		(শান্তু অরণ্যকে ঘরে নিয়ে যায়, টিভিতে আগের আওয়াজ শোনা যায়, তবে প্রথমের থেকে আস্তে)।
শান্তুর মা	:	হ্যাঁ রে পুরো চান করে গেছিস তো। দাঁড়া শান্তুর জামা আর পায়জামা দিচ্ছি, চেঞ্জ করে নে। এই যে।
অরণ্য	:	হ্যাঁ কাকিমা দাও।
		(জামা প্যান্ট চেঞ্জ করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নেয়। তার মধ্যে টিভির আওয়াজটা চলতেই থাকে)।
		কি দেখছিস রে শান্তু ওটা ? ও এটা তো সেই কেদারনাথের বিপর্যয়ের ভিডিও। ২০১৩-র ১৬ই জুন। কি সাংঘাতিক হয়েছিল ব্যাপারটা। কিছু বুঝে ওটার আগেই কত লোকের প্রাণ চলে গেল।
শান্তু	:	হ্যাঁ। দেখছিলাম। কি ভয়ানক ! এইসব দেখে টেখে তো মা বলছে পাহাড়ে বেড়াতে যেতে হবে না।
অরণ্য	:	আরে না না। কাকিমাকে আমি বলবখন। তাছাড়া এই

		বিপর্যয়টাতে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার মূল কারণ কিন্তু আমাদের মানে মানুষেরই বহুদিন ধরে করা অপরাধ, প্রকৃতির নিয়ম না মেনে সভ্যতার অহঙ্কার দেখানো।
শান্ত	:	দূর, এখানে মানুষের দোষ কোথায় দেখলি ? এটা তো একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এখানে তো অসহায়ভাবে বিপর্যয়ের শিকার হওয়া ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার ছিল না।
অরণ্য	:	ছিল ছিল । করার ছিল। অনেক কিছুই করার ছিল। তবে সেটা.....
		(বাইরে থেকে একটা মেয়ের গলা শোনা যায়। অরণ্য আর শান্তর বান্ধবী চান্দ্রেয়ী, বাইরে থেকে শান্তকে ডাকে। শান্ত, এই শান্ত, শান্ত, দরজাটা খোল্ তাড়াতাড়ি। ভিজে গেলাম পুরো। কাকিমা, ও কাকিমা, দূর্।
অরণ্য	:	চান্দ্রেয়ী না ?
শান্ত	:	হ্যাঁ, এরকম হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে ও ছাড়া আর কে ডাকবে ? আর একটুও দেরী সইবে না। ওই, যাচ্ছি, যাচ্ছি, দাঁড়া। খুলছি দরজা।
		(শান্ত দরজা খোলে। দরজা খোলার আওয়াজ শোনা যায়। চান্দ্রেয়ী ভিতরে ঢোকে। রান্নাঘর থেকে শান্তর মায়ের গলা শোনা যায়।)
শান্তর মা	:	চান্দ্রেয়ী ?
চান্দ্রেয়ী	:	হ্যাঁ, কাকিমা।
শান্তর মা	:	ভিজেছিস ?
চান্দ্রেয়ী	:	অল্প। ভাগ্যিস বড় ছাতাটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।
শান্ত	:	তাহলে পুরো ভিজে গেলাম, পুরো ভিজে গেলাম বলে চেঁচাচ্ছিলি কেন ?
চান্দ্রেয়ী	:	তুই বা তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলবি না কেন ?
শান্তর মা	:	এই ঝগড়া করিস না । বোস্ ঘরে গিয়ে বোস্।
চান্দ্রেয়ী	:	(ঘরে ঢুকে) ও বাবা অরণ্যও আছিস ? বাঃ বাঃ আজ অনেকক্ষণ আড্ডা মারা যাবে।

অরণ্য	:	পড়তে গিয়েছিলি ?
চান্দ্রেয়ী	:	হ্যাঁ রে। Geography। স্যার তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলেন। তাই ভাবলাম শান্তর বাড়ি একটু ঘুরে যাই। মাকে ফোন করে দিয়েছি। বলেছি শান্তর বাড়ি যাচ্ছি। একটু দেরি হবে ফিরতে। কম্পিউটারে কি দেখছিস ? ও কেদারনাথ ? মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি ? হ্যাঁ রে, আমাদের পাহাড়ে যাওয়ার প্ল্যানটার কি হল ?
শান্ত	:	মা তো বারণ করছে।
অরণ্য	:	বললাম না কাকিমাকে আমি বুঝিয়ে বলব।
চান্দ্রেয়ী	:	জায়গাটা কি যেন ?
অরণ্য	:	ঐ তো ওল্ড সিল্ক-রুট। প্রথমে সিলেরি গাঁও, একটা ছোট্টো সুন্দর গ্রাম, তারপর জুলুখ, নাথাং ভ্যালি।
চান্দ্রেয়ী	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুলে যাই খালি।
অরণ্য	:	হ্যাঁ, শান্ত যা বলছিলাম, এই বিপর্যয়টা ঘটত না যদি মানুষ অনেক আগে থেকে সচেতন হত।
চান্দ্রেয়ী	:	একদম ঠিক বলেছিস।
শান্ত	:	কিরকম ?
অরণ্য	:	দেখ্ মেঘ ফাটা বৃষ্টিতে বিপর্যয়টা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু.....
শান্ত	:	এই, মেঘ ফাটা বৃষ্টি কি রে ? মেঘ আবার ফাটবে কি করে?
চান্দ্রেয়ী	:	আরে, ইংরাজীতে যাকে cloud burst বলে।
শান্ত	:	আমি কি ইংরাজী অনুবাদ জানতে চাইলাম ?
চান্দ্রেয়ী	:	আরে দূর্, বলছি তো, শুনবি তো। পাহাড়ী অঞ্চলের মেঘের মধ্য অল্প জায়গায় যখন অনেকটা জলীয় বাষ্প জমা হয় এবং সেটা জলকণায় পরিণত হয় তখন ঐ মেঘ আর জলকণা ধরে রাখতে পারে না। ফেটে যায়। একসাথে হঠাত্ হাজার হাজার গ্যালন জল নেমে আসে নদীখাত দিয়ে, আশেপাশের বসতি, গ্রাম সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অরণ্য	:	এখানে তো আবার চোরাবারিতালও ফেটে গিয়েছিল।
শান্তু	:	কত কি ফেটেছে রে একসাথে ? তাল না কি বললি, সেটা আবার কি ?
অরণ্য	:	আরে তাল মানে হ্রদ। আবার হ্রদ মানে জিজ্ঞেস করিস না যেন। নৈনিতাল শুনিস নি ? কেদারনাথের কয়েক কিলোমিটার ওপরে একটা প্রাকৃতিক জলের হ্রদ ছিল, চোরাবারিতাল। ঐখানেই মেঘ ফাটে। এত বৃষ্টি হয় যে ঐ হ্রদটাও আর জল ধরে রাখতে পারে নি। মেঘ ফাটা বৃষ্টির জল প্লাস ঐ হ্রদের জল হুড়মুড় করে নেমে আসে নীচের দিকে।
চন্দ্রেয়ী	:	কত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কত পর্যটক যারা রাস্তায় ছিল, কেদারনাথ মন্দিরে ছিল, মন্দিরের আশেপাশের হোটেল, আশ্রমগুলোতে ছিল- সব ভেসে চলে গেছে।
অরণ্য	:	হ্যাঁ সত্যিই খুব কষ্টের। কিন্তু আমি এই জায়গাটাতেই আসতে চাইছিলাম। ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবি কেদারনাথ মন্দিরটা কিন্তু একটা নদীখাতের ওপর। নদীটা সজীব ছিল না ঠিকই। আর দুপাশের পাহাড়ও কিন্তু অত্যন্ত ভঙ্গুর।
শান্তু	:	এই সোজা করে ছোট করে বল তো কি বলতে চাইছিস।
অরণ্য	:	বলতে চাইছি যে কেদারনাথ যাওয়ার হাঁটা রাস্তার পাশে আর মন্দিরের কাছে এত হোটেল, এত আশ্রম অনিয়ন্ত্রিতভাবে কেন তৈরি হয়েছিল ? (শান্তুর মা ঢোকেন ঘরে, মুড়ি আর আলুর চপ দিয়ে যান।)
শান্তুর মা	:	এই নে। মুড়ি, আলুর চপ আছে। হাতে করলাম। খেয়ে নে।
শান্তু	:	মা, বাবা ফোন করেছিল ?
শান্তুর মা	:	না রে, আমি তো করলাম। নট রিচেবল্ বলছে। ৬টা

বেজে গেল। এইরকম বৃষ্টি হচ্ছে। নে তোরা খেয়ে নে। (ওরা তিনজন খেতে খেতে আলোচনা চালিয়ে যায়।)

শান্তু : হ্যাঁ, কি যেন বলছিলি ? হোটেল, আশ্রম কেন তৈরি হয়েছিল ? তা যারা যাবে তারা থাকবে কোথায়, হোটেল না হলে ?

অরণ্য : শান্তু, আর ক'দিন পরেই আমরা পাহাড়ে যাবো। তোর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনাগুলো একটু পালিশ কর বুঝলি।

শান্তু : কেন ? আমি কি খারাপটা বললাম ?

অরণ্য : পাহাড়ের পাথুরে মাটি সমভূমির মত এত স্টেবল্ নয়। তো সেই মাটিতে তুমি চারতলা, পাঁচতলা হোটেল বানাবে। বড় বড় বিমগুলো করার জন্য পাহাড়ের অনেক ভিতর অব্দি ড্রিল করতে হয় তো ? তার জন্য আশেপাশের মাটি তো আরও ভঙ্গুর হয়ে যায়। কত গাছ কাটা পড়ে। এসব এলাকায় গ্রামগুলোতে সেখানকার মানুষগুলো প্রকৃতিকে আঘাত না করে যেভাবে পাথর সাজিয়ে বাড়ি বানায় সেটাই পাহাড়ের পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও তাতে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।

শান্তু : তাহলে তো লোকে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে আরামই পাবে না ?

অরণ্য : বাবু, পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছো, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে; গাছ, পাহাড়, নদী এদেরকে একদম কাছ থেকে feel করতে। সেখানে তো সমতলের সব আরাম চাইলে হবে না। আজকের ভারতবর্ষের সমস্ত ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে এই অনিয়ন্ত্রিতভাবে গজিয়ে ওঠা হোটেলগুলো আর আমাদের শহুরে লোকজনের পাহাড়ে গিয়ে কান্ডজ্ঞানহীন কান্ডকারখানা পাহাড়ের নিজস্ব বাস্তুতন্ত্রের কিভাবে ক্ষতি করছে জানিস ?

চান্দ্রেয়ী : এই কম্পিউটারটা অফ্ কর না। এই দৃশ্যগুলো দেখলে

খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমাদের পাশের বাড়ির শমীকদা গত বছর কেদারনাথ গিয়েছিল। ঐ বিপর্যয়ের পর হাঁটার রাস্তাটাও অনেক বেশি হয়ে গেছে। তা শমীকদা বলছিল যাওয়ার পথে দেখা যায় কোথাও একটা গাড়ির অর্ধেকটা মাটির ওপরে, অর্ধেকটা মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে, কোনো বাড়ির অর্ধেকটা ঝুলছে খাদের ধারে। কত মানুষ যে চাপা পড়ে আছে ঐ মাটির তলায়। তার ওপর দিয়েই হেঁটে আবার মানুষ যাচ্ছে কেদারনাথ। (শান্ত কম্পিউটারটা বন্ধ করে।)

অরণ্য : আমাদের পাড়ায় থাকে রণিদা বলছিল ওরা ২০১১-তে সিলেরি গাঁও গিয়েছিল। তখন একটা মাত্র হোম স্টে ছিল ওখানে। ইলেকট্রিসিটি ছিলো না। রাত্রে শুধু জোনাকির আলো। আর গতবছর গিয়ে দেখে তিনতলা হোটেল, রিসর্ট সব হয়ে গেছে।

শান্ত : তা তো হবেই।

অরণ্য : হলে মানুষেরই বিপদ আরো বাড়বে। ধ্বংস হওয়ার রাস্তাটা আরও সুগম হবে।

শান্ত : হ্যাঁ রে হোম স্টে কি রে ?

চান্দ্রেয়ী : হ্যাঁ, কি রে ব্যাপারটা ?

অরণ্য : হোম মানে বাড়ি, আর স্টে মানে থাকা। অর্থাত্ পাহাড়ের লোকজনের বাড়িতেই পর্যটকদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা। সেখানে হোটেলের মত সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে না। যতটুকু না হলে একজন মানুষের চলে না ততটুকুই থাকবে। পাহাড়ের পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই ব্যবস্থা। বড় হোটেল করতে গেলে কত গাছ কাটা পড়ে। আর গাছের সাথে সাথে কত পাখিও আশ্রয় হারায় বল ?

শান্ত : বাঃ ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং।

চান্দ্রেয়ী : হ্যাঁ, বেশ নতুন ধরণের বেড়ানো হবে বল তাহলে আমাদের ?

অরণ্য	:	আমরা তাহলে কজন যাচ্ছি ? রক্তিম যাবে না, না রে ? অনন্যা আর ওর বাবা-মা যাবে তো ?
চান্দ্রেয়ী	:	হ্যাঁ অনন্যারা যাবে।
শান্ত	:	রক্তিম যাবে না। কি ব্যাপার কে জানে। (শান্তর মা ঘরে ঢোকেন)
শান্তর মা	:	তোরা যা ঘুরে আয়, অরণ্য তোর বাবা-মা তো যাচ্ছেনই, আমি পরে বলে দেবো। শান্তর ওপর যেন একটু নজর রাখে। আমাদের ছাড়া যায় নি তো কোথাও এর আগে।
অরণ্য	:	ও তুমি কিচ্ছু ভেবো না কাকিমা। ও কিরকম পাহাড়প্রেমী হয়ে ফেরে দেখবে।
শান্ত	:	হয়েছে হয়েছে নে, আর জ্যাঠামশাই হতে হবে না। আমরা তাহলে বেরোচ্ছি সামনের সোমবার তাই তো ?
চান্দ্রেয়ী	:	ওহ্, পাহাড়ের কোলে কোনো ছোট্ট হোম স্টে-তে থাকব। উল্টোদিকের পাহাড়ের পিছন থেকে সূর্য উঠবে, সকালের নরম আলোয় ভরে উঠবে পুরো পাহাড়, ভাবতেই কি ভালো লাগছে। আজকের তাহলে উঠি চল্। বেশী দেরী হলে মা আবার বকবে।
অরণ্য	:	হ্যাঁ, চল্, আমিও যাব। বৃষ্টিটা বোধহয় থেমেছে। এই শান্ত, চলি রে। ঠিকঠাক গোছগাছ করে নিস। কাকিমা আসছি।
চান্দ্রেয়ী	:	কাকিমা আসছি।
শান্তর মা	:	হ্যাঁ, ভালোভাবে ঘুরে আসিস সব।

(পর্ব পরিবর্তন। ঘটনার স্থান পরিবর্তন হয়।

যে কোনো উচ্ছল rhythmic music দেওয়া যেতে পারে।)

পর্ব - ২

(গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়। শান্তরা পাহাড়ে চলে এসেছে। গাড়িটা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই অন্যান্য গাড়ির আওয়াজ বিশেষ নেই। শান্ত পাহাড় দেখে খুব আনন্দ পেয়েছে। আনন্দে শিস দিতে থাকে। চান্দ্রেয়ী ক্যাডবেরি বের করে সবাইকে দেয়।)

চান্দ্রেয়ী	:	এই নে ধর, অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি। একটু করে ক্যাডবেরি মুখে রাখ। এখনও প্রায় আড়াই ঘন্টার রাস্তা সিলেরি গাঁও। কাকু, কাকিমা এই নিন। (শান্ত ক্যাডবেরিটা নিয়ে প্যাকেটটা খুলে ক্যাডবেরিটা মুখে দিয়ে প্যাকেটটা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে ফেলতে যায়। অরণ্য হাঁ হাঁ করে ওঠে।)
অরণ্য	:	উঁহু, শান্ত কি করছিস ? ক্যাডবেরির প্যাকেটটা বাইরে ফেলবি না।
শান্ত	:	তো কোথায় ফেলব ? গালে ?
অরণ্য	:	আমার কাছে দে। আমি একটা প্যাকেটে সব রেখে দিচ্ছি। পরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সব ফেলে দেবো। এইভাবে তোর আমার মত লোকের বেড়াতে এসে ফেলা এইসব আবর্জনাতেই পাহাড়ের পরিবেশ নষ্ট হয়। জানিস এই সব প্লাস্টিক জাতীয় আবর্জনা যা কোনো দিনই মাটির সাথে মেশে না, কিভাবে পাহাড়ের ক্ষতি করে ?
অনন্যা	:	জানি, আমাদের কলেজের সুব্রত স্যার বলেছিলেন প্লাস্টিক পাহাড়ের মাটির স্তরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মাটির স্তরকে আরো আলগা করে দেয়। যার ফলে পাহাড়ে ধস নামে। ইকো-ট্যুরিজম-এর অন্যতম লক্ষ্যই হল পরিবেশ নষ্ট না করা, প্রকৃতিকে তার মতো করে রাখা আর দেখা, (গাড়ি চলতে থাকে, কথার Background-এ গাড়ির আওয়াজ থাকে।)
অরণ্য	:	জানিস আমাদের পাশের রাজ্য সিকিমে প্লাস্টিক পুরো নিষিদ্ধ। আমরা যে জুলুখ যাবো। ওটা তো সিকিম-এ। প্লাস্টিকের ব্যাগ যে বিক্রি করবে এবং যে ব্যবহার করবে উভয়েরই ৩০০০ টাকা জরিমানা হবে। জেলও হতে পারে।
চান্দ্রেয়ী	:	শুনেছি সিকিম রাজ্যটা খুব সুন্দর। ঈশ্বর খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন রাজ্যটাকে। (ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো একটা হালকা পাহাড়ী মিউজিক বাজে।)

অরণ্য	:	শুধু ঈশ্বরই সাজিয়েছেন তা নয়। ওখানকার মানুষগুলোও সেইভাবে রক্ষা করছে তাদের পরিবেশ, তাদের বাসস্থান।
		(হঠাত্ প্রচন্ড জোরে বিস্ফোরণের শব্দ হয়)
শান্তু	:	বাপ্ রে। কিসের আওয়াজ হল রে ?
অরণ্যের বাবা	:	Blasting হচ্ছে রে। ডিনামাইট চার্জ করে পাহাড় ফাটানো হচ্ছে।
অরণ্য	:	রাস্তা আরও চওড়া হবে। হাইওয়ে হবে।
		(গাড়িটা হঠাত্ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে।)
শান্তু	:	কি হল কিষাণজি।
গাড়ির ড্রাইভার	:	কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে। সামনে Blasting হচ্ছে।
অরণ্য	:	শেষ হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সব। মানুষের হাতেই পৃথিবীটা ধ্বংস হবে।
		আচ্ছা এইরকম একটা গাছপালা ঘেরা সুন্দর জায়গায় হাইওয়ে বানানোর কি খুব প্রয়োজন ছিল ? এই ব্লাস্টিং হচ্ছে, এই কাঁপুনিতে আশেপাশের পাহাড়গুলোর মাটিও আলগা হয়ে পড়বে। ধস নামবে। কত মানুষ মারা যাবে।
অরণ্যর বাবা	:	ঐ দেখ, ঐ দেখ Hornbill।
সবাই	:	কৈ কৈ ?
অরণ্যর বাবা	:	আরে আস্তে, উড়ে যাবে তো, ঐ তো সামনে দেখ্, ঐ ন্যাড়া গাছটার মাথায় বসে আছে। (হঠাত্ই পাখিটা উড়ে যায়। Hornbill খুব বড় পাখি। তাই তার উড়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়।)
শান্তু	:	বাপ্ রে। কি বিরাট পাখি। আর কি রঙ। চার পাঁচরকম রঙ যেন কোনো আর্টিস্ট তুলি দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে।
অরণ্য	:	বুঝলি শান্তু আমি এই বিষয়টার কথাই বলতে চাইছিলাম সেদিন। এইসব পাখি, পশু, বন্য জীবজন্তু পোকামাকড় নিয়েই তো পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র। তো এদের থাকার জায়গা যদি আমরা ধ্বংস করে দিই তাহলে এরা কোথায় যাবে বলতো ? একটা রিপোর্টে পড়ছিলাম সেদিন -

		উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, তরাই আর কম উচ্চতার পাহাড়ি জঙ্গলে Hornbill-এর সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। আমরা যেখানে যাচ্ছি, সিলেরি গাঁও – সেখানেও ৪-৫ বছর আগে লেপার্ড দেখা যেত। এখন আর তাদের খোঁজ মেলে না।
চান্দ্রেয়ী	:	আরো কত পাখি, ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ার আর দেখা যায় না, কটার খোঁজ আর আমরা রাখি বল্ ?
অরণ্যর বাবা	:	আর কতক্ষণ কিষাণজি ?
ড্রাইভার (কিষাণজি)	:	আরও আধা ঘন্টা লাগবে সাবজি। চট্টানগুলো সব ডোজার দিয়ে ভাঙবে। রাস্তা থেকে সরাবে, তারপর গাড়ি ছাড়বে সাব। বারিষ হবে বলে মনে হচ্ছে সাব।
অরণ্যের বাবা	:	এই রে, এখনও তো অনেকটা রাস্তা, যাই হোক, অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর উপায় নেই।
অরণ্য	:	আচ্ছা বাবা এইভাবে পাহাড় ফাটিয়ে বড় বড় রাস্তা বানানো ছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে কি Tourism-এর উন্নতি বা এই অঞ্চলের মানুষগুলোর উন্নতি সম্ভব নয় ? বিকল্প কি কিছুই নেই ? বিজ্ঞান এত এগিয়েছে, প্রকৃতিকে আঘাত না করে উন্নয়ন কি সম্ভব নয় ?
অরণ্যর বাবা	:	অবশ্যই সম্ভব। তবে তার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে, ভাবনাচিন্তা করে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা করতে হবে। সরকারী স্তরে সেই ধরণের চিন্তাভাবনা কোথায় ? দেখতে তো পাই না। একটু আগে তো দেখলি তিস্তা নদীটা একটা পুকুর মনে হচ্ছে। নিস্তরঙ্গ, নিস্তেজ। বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুত্ তৈরি হচ্ছে। বিদ্যুত্ উৎপাদন নিশ্চয়ই দরকার কিন্তু তিস্তার মত পাহাড়ী নদীকে তার গতিপথ দিয়ে স্বাধীনভাবে বয়ে যেতে দেওয়াটাও তো দরকার। (এই কথাবার্তাগুলে যখন চলতে তাকে মাঝেমধ্যেই পাহাড়ে Blasting-এর কান ফাটানো আওয়াজ হতে থাকে।)

তিস্তার জলের যে বাস্তুতন্ত্র সেটাও তো চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে গেলো। কত জলজ জীব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অরণ্য : একদিন না একদিন তো এর ফল ভুগতেই হবে মানুষকে। আবার কোনো একদিন বাঁধ ভেঙ্গে সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে পাহাড়কে পাহাড়, গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তিস্তা। কত পাহাড়ী গ্রাম মানুষশূন্য হয়ে যাবে ঐ কেদারনাথের মত। কিন্তু বাবা এই বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুত্ উৎপন্ন হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে, এমনিতে শুনতে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এই উন্নয়নের সিদ্ধান্তটা নিচ্ছে তো একদল শহুরে মানুষ। কিন্তু যাদের জন্য এই উন্নয়ন করছি বলে আমরা গলা ফাটাচ্ছি, ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি 'ভারতবর্ষের এততম জলবিদ্যুত্ কেন্দ্রটির শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে', তারা সত্যিই এই ধরণের ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন চায় কিনা তাদেরকে কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছে ?

অরণ্যর বাবা : তোদের বয়স এখন কম। তাই এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকহিত' বলে একটা প্রবন্ধ আছে জানিস। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলছেন '..... এই ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়'। দূরদর্শী মানুষগুলোর কথা, ভাবনাচিন্তা অনেক যুগ পরেও কত প্রাসঙ্গিক।

(বাইরে থেকে পুলিশের বাঁশির শব্দ হয়। গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ আসে। গাড়ি ছেড়ে দেয়।) ঈশ্বর কত সুন্দর করে গুছিয়ে সাজিয়েছেন পৃথিবীটাকে। আর আমরা,- নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী- সব ওলটপালোট করে দিচ্ছি। কি রে শান্ত চুপ করে গেলি যে। কেমন লাগছে ?

শান্ত : খুব ভালো লাগছে কাকু, কিন্তু তোমাদের কথাগুলো শুনে ভিতরে একটা কষ্ট হচ্ছে।

অরণ্যর বাবা : অরণ্য, চান্দ্রেয়ী তোরা কৌশিক গাঙ্গুলীর 'খাদ' সিনেমার

একটা গান প্রায়ই গাস না ? ঐ যে ঐ গানটা রে "এত আনন্দ আয়োজন, সবই বৃথা আমায় ছাড়া"- একটু কর না রে।

অরণ্য : আমার কাছে অরিজিনাল গানটা আছে। দাঁড়াও ব্লুটুথ স্পীকারে চালাচ্ছি।

(কৌশিক গাঙ্গুলীর 'খাদ' সিনেমার অরিজিত্ সিং-এর গাওয়া 'অসতোমা সৎগময়' গানটা চলে। তারপর একটা Soft music দিয়ে এই পর্যায় শেষ হয়। পরের পর্যায় শুরু হয়।)

পর্ব - ৩

(সিলেরি গাঁও-তে চলে এসেছে সবাই। একটা পাহাড়ি গ্রামে ভোরের পরিবেশের সাথে মানানসই শব্দ শোনা যায়। মোরগের ডাক, প্রচুর পাখির ডাক। মানুষের কর্মব্যস্ততা শুরুর কোলাহল, পাহাড়ের ঢালে চাষী চাষ করা শুরু করেছে – এই সব শব্দ শোনা যায়। ব্যাকগ্রাউন্ডে ভোরের কোনো হালকা মিউজিক বাজতে থাকে।)

অরণ্যর বাবা : অরণ্য, শান্তু, উঠে পড়। আরে সিলেরি গাঁও-তে এসেও এতক্ষণ ঘুমোয় কেউ ? (অরণ্য আর শান্তু যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়।) আরে দেখ আকাশ পুরো পরিস্কার। কাঞ্চনজঙ্ঘার পুরো রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে। এক্ষুনি সানরাইজ হবে।

শান্তু : আসছি কাকু। এই অরণ্য ওঠ্. একি অরণ্য কোথায় গেল ? ঘরে নেই তো। আবার ওর জামাকাপড়গুলো রুকস্যাক থেকে বার করে ছড়ানো। রুকস্যাকটাও তো নেই দেখছি।

অরণ্যর বাবা : সে কি রে ? ঘরটার আশেপাশেও তো নেই। আমি তো বেশ কিছুক্ষণ হল উঠেছি। জঙ্গলের দিকে হাঁটতে বেরোলো ? কিন্তু এরকম কাউকে কিছু না বলে তো যাওয়া ঠিক নয়। দাঁড়া ঐ রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখি। (চান্দ্রেয়ী, অনন্যা, অনন্যার মা, চান্দ্রেয়ীর মা সবাই

		মিলে বলে ওঠে – কি হয়েছে রে শান্ত, এত চেঁচামেচি সকালবেলা ?
শান্ত	:	দেখো না, কাকু ডাকতে ঘুম থেকে উঠে দেখি অরণ্য ঘরে নেই।
অরণ্যর মা	:	কি সর্বনাশ। এই ছেলেকে নিয়ে না আর পারি না। রাস্তাঘাট অচেনা, চারদিকে জঙ্গল, নিশ্চই কোনো একটা পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে।
অরণ্যর বাবা	:	দাঁড়াও আমি দেখছি।
শান্ত	:	চলো, কাকু, আমিও যাই তোমার সঙ্গে, কিন্তু কোনদিকে খুঁজবে ? এই বাড়ির মালিককে একবার ডেকে নেবে ?
অরণ্যর বাবা	:	হ্যাঁ, সেটা অবশ্য খারাপ বলিস নি। মিংমা ভাই। মিংমা ভাই।
বাড়ির মালিক	:	হাঁ জি। আতে হ্যাঁয়। বলিয়ে জি।
অরণ্যর বাবা	:	মিংমাজি, একটা সমস্যা হয়েছে। আমার ছেলে অরণ্যকে খুঁজে পাচ্ছি না। এত ভোরে কোথায় যাবে একা একা ?
মিংমা	:	আজিব বাত্। ও জো লম্বেবালে লড়কা ?
অরণ্যর বাবা	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ। লম্বা ছেলেটা। আমি আর ওর এই বন্ধু ঐ জঙ্গলের রাস্তাটার দিকে যাচ্ছি, যদি ওদিকে গিয়ে থাকে। ও একটু খেয়ালি ধরণের আছে তো। আপনি যদি একটু যান আমাদের সঙ্গে।
মিংমা	:	জরুর যায়েঙ্গে। চলিয়ে। ও রাস্তে ? ও তো ইস্ পাহাড়কে উস্ সাইড এক গাঁও হ্যায়, উসি তরফ্ যাতা হ্যায়। উস্ গাঁও কা নাম হ্যায় ইচ্ছেগাঁও। বহুত্ সারে ট্যুরিস্ট পয়দলই চলা যাতা হ্যায় ঘুমনেকে লিয়ে। (অরণ্যর বাবা, শান্ত, মিংমা অরণ্যকে খুঁজতে হাঁটা শুরু করে। হঠাত্ চান্দ্রেয়ী চেঁচিয়ে ওঠে।)
চান্দ্রেয়ী	:	ঐ তো অরণ্য। জঙ্গলের রাস্তাটা দিয়ে নামছে। (সবাই চেঁচিয়ে ওঠে- হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো। সবাই আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায়। অরণ্যও হাত নাড়তে থাকে।)
অরণ্যর মা	:	বাব্বাঃ, ধড়ে যেন প্রাণ এলো। এ ছেলে বাড়িতে থাকলে

হয়। সাধুসন্ত হয়ে পাহাড় পর্বতে থাকবে মনে হয় শেষে।

অরণ্যর বাবা : কোথায় গিয়েছিলে রে ? এত ভোরে ? কাউকে কিছু না বলে ?

মিংমা : ইয়ে তুম্ ঠিক নেহি কিয়া বাবুসাব। তুমকো যানা থা তো বোলনা চাহিয়ে থা পিতাজিকো।

অরণ্য : হ্যাঁ, সেটা আমার ভুল হয়েছে। তবে, ভাবলাম তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছো। আর বেলা হয়ে গেলে লোকজন চলাচল শুরু হয়ে যায়। গাড়িঘোড়া চলতে থাকে। এই ভোরের নির্জনতায় পাহাড়ের ছোট ছোট রাস্তা ধরে হাঁটতে খুব ভালো লাগে আমার। তুমিও তো বল বাবা, নৈশব্দও কখনও কখনও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, তারও শব্দ হয়। তবে, সে শব্দ আরাম দেয়, শান্তি দেয়। ডানদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, রঙবেরঙের কত পাখি, তাদের আওয়াজ। কি যে ভালো লাগছিল না !

শান্তু : আমাকেও তো একবার বলে যেতে পারতিস। তা পিঠে রুকস্যাকটা নিয়ে গিয়েছিলি কেন ? আবার সবকিছু বার করে রেখে গিয়েছিস ?

অরণ্য : ও এমনি।

চান্দ্রেয়ী : এমনি আবার কি ? এমনি এমনি কেউ খালি রুকস্যাক পিঠে নিয়ে হাঁটতে বেরোয়।

অরণ্য : একটা কাজ ছিল। বলব ? সবাই কি বলবে তাই লজ্জায় কাউকে বলি নি। যেদিন আমাদের আসার প্ল্যানটা হয় সেদিন থেকেই পরিকল্পনাটা আমার মাথায় ঘুরছিল।

অরণ্যর বাবা : লজ্জার কি আছে ? কেউ কিছু বলবে না। বল্।

মিংমা : হাঁ হাঁ, বলিয়ে বলিয়ে, আপ সব ডোন্ট মাইন্ড হাঁ। বলিয়ে।

অরণ্য : এই যে রাস্তাটা সোজা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের ঐদিকের ঢালে ইচ্ছেগাঁও গেছে এই রাস্তাটায় যত প্লাস্টিকের প্যাকেট, চিপসের প্যাকেট, মিনারেল ওয়াটারের বোতল পড়ে ছিল সেগুলো পরিস্কার করতে

বেরিয়েছিলাম, ওগুলো তুলে নিয়ে এই রুকস্যাকে রেখেছি। এখন ঐ রাস্তাটায় গেলে একটা বিস্কুটের প্যাকেটও দেখতে পাবে না। সবাই ঐ রাস্তাটা দিয়ে যাওয়ার সময় খাবারের প্যাকেটগুলো ওখানেই ফেলে যায়। ঐগুলোই তো পাহাড়ের পরিবেশের ক্ষতি করে, মাটির স্টেবিলিটি নষ্ট করে। পাহাড় ধ্বসপ্রবণ হয়ে ওঠে।

(সবাই মিলে চেঁচিয়ে ওঠে) – আরে বাপ্ রে।

চান্দ্রেয়ী : দারুণ ভেবেছিস রে অরণ্য। আর শুধু ভাবনাই বা কেন বলি তুই কাজেও করে দেখালি।

অরণ্যর বাবা : আই অ্যাম্ প্রাউড অফ্ ইউ, মাই সন্। এইরকম তো আমরা বড়রাও ভাবতে পারি না। পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচাতে গেলে এই ধরণের উদ্যোগই তো দরকার। আর ইকো-ট্যুরিজম্ তো এটাই। এলাম, খেলাম, ঘুরলাম, চলে গেলাম শুধু এই তো নয়, যেখানে যাচ্ছি সেখানকার পরিবেশ, সেখানকার মানুষের সাথে একাত্ম হওয়া, সেখানকার মত করে পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করা; সেটাই তো ইকো-ট্যুরিজম্-এর প্রধান লক্ষ্য।

মিংমা : বহুত্ খুব। বেটা ! বহুত্ খুব। আই অ্যাম অলসো প্রাউড অফ ইউ। আব্ চলিয়ে ভুখ তো লাগি হ্যায়। সানরাইজ দেখিয়ে, চায় পি লিজিয়ে, ওউর ব্রেকফাস্ট ভি আ রহা হ্যায়। (একটা অনন্দের মিউজিক বাজে)

অরণ্য : চলো চলো, এই উঠোনটায় সবাই চেয়ার পেতে বসি। উফ্ ভাবা যায় - সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা, নীল আকাশ, সূর্যের প্রথম আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘায় আগুন আর তার সামনে বসে আমরা। কিছুক্ষণ পরেই মিংমাজির বাড়ির চাষ করা সব্জি দিয়ে রুটি। কি রে শান্ত, কেমন লাগছে হোম স্টে ?

শান্ত : সত্যি রে ভাবতে পারি নি এতো ভালোবেসে ফেলবো

		জায়গাটাকে । আসার আগে ভাবছিলাম ইলেকট্রিসিটি পাবো না, গিজারের গরম জল পাবো না, চাইতেই মাছ-মাংস পাবো না। কিন্তু এখন বুঝছি এখানে তো শুধু প্রকৃতি, এখানকার মানুষ আর আমরা। আমার তো আরও কদিন থাকতে ইচ্ছে করছে এখানে।
অনন্যা, চান্দ্রেয়ী	:	আমাদেরও।
অরণ্যর বাবা	:	তাহলে বুঝতে পারছিস তো ইচ্ছা থাকলে প্রকৃতির ক্ষতি না করেও উন্নয়ন সম্ভব। পর্যটন ব্যবসার উন্নতি করা মানেই নির্বিচারে প্রকৃতির ধ্বংসসাধন নয়। প্রকৃতিকে ভালোবাসলে তবেই তো তার ভালোর কথা ভাবা যায়। আর ইকো-ট্যুরিজম্-এর মূল ভাবনা তো এটাই।
শান্তু	:	অরণ্য, 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' গানটা একটু গাইবি ? খুব ইচ্ছে করছে শুনতে।
অরণ্য	:	গাইতে পারি। সবাই মিলে গাইতে হবে কিন্তু।
চান্দ্রেয়ী	:	ঠিক আছে, তুই শুরু কর, তারপর আমরা গলা মেলাচ্ছি।

(অরণ্য গান শুরু করে, সবাই গলা মেলায়, কিছুটা হওয়ার পর গানটা faded out হয়, নাটক শেষের music বাজে, নাটক শেষ হয়।)